সংবাদ

তারিখ ... 12 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ১

প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে ৫ বছরের মধ্যেই

— শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বর্তমান সরকারের মেয়াদকালের মধ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় অন্তত একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল শনিবার ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর কলাবাগান মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ ঘোষণা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শহিদুল্লাহ, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সপ্তম বার্ষিকীতে পদার্পণ করায় ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিকে সুভেচ্ছা জানিয়ে বাণী দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান প্রমুখ। এর আগে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বর্তমান মহাজোট সরকার শিক্ষার সার্বিক

শিক্ষা : পৃ: ২ ক: ৭

শিক্ষা : প্রতিষ্ঠান

(১২ পৃষ্ঠার পর)

উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে সংযুক্ত করতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে হবে। অনেক গরিব মেধাবী শিক্ষার্থী টাকার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করতে পারে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং সাধারণ জনগণের মাঝে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রসার বাড়ানোর জন্য এখানকার শিক্ষার্থীদের আরও বেশি স্কলারশিপ দিতে হবে। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মান ও ফলাফলের বিষয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে দেশে আইটি প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে। শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, এ বিষয়টিকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে এবং এর পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

দিনবদলের শ্লোগান বাস্তবায়িত করতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, একদিন লাঠি হাতে নিয়ে বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পরবর্তী সময়ে তারা স্টেনগান নিয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং দেশকে স্বাধীন করেছেন। তেমনিভাবে আজ কৃষক যে হাতে লাঙ্গল ধরছে, সে হাত যেন ল্যাপটপ চালাতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।